**কনভেনশন অন এনআরবি ইঞ্জিনিয়ারস্**

ভাষণ

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**প্যান-প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৪ ফাল্গুন ১৪২৫, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯**

**বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,**

**প্রবাসী বন্ধুগণ,**

**উপস্থিত সুধী,**

**আসসালামু আলাইকুম।**

**মহান ভাষা আন্দোলনের এ মাসে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বীর ভাষা শহিদদের। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।**

**স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০-লাখ শহিদ ও ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সালাম। স্মরণ করছি ’৭৫- এর ১৫ই আগস্টের সকল শহিদকে।**

প্রিয় সুধী,

**জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মাত্র সাড়ে তিন বছর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুর্নগঠনের সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি স্বাধীন দেশকে ‘সোনার বাংলা’ হিসেবে গড়তে চেয়েছিলেন।**

**তিনি বলেছিলেন “আমাদেরকে সোনার দেশের সোনার মানুষ হতে হবে।” তিনি দেশের বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন “আমি বুদ্ধিজীবীদের-কে শ্রদ্ধা করি। আমি শুধু তাঁদেরকে বলতে চাই- দয়া করে আপনাদের বুদ্ধিবৃত্তি জনগণের কল্যাণে কাজে লাগান।”**

**আপনারা এদেশের গর্বিত সন্তান। বিদেশে আপনাদের কর্মের দ্বারা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আপনারা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন মাতৃভূমির কল্যাণে। আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই।**

**আপনারা যাঁরা প্রবাসে থাকেন, তাঁদের হৃদয়ে সবসময় দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ জাগ্রত থাকে। আপনাদের এই আয়োজনের স্লোগান “**We are for Bangladesh**” দেশের জন্য এক অনন্য স্লোগান।**

**মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাঙালিরা বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পর দেশ পুনর্গঠনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছেন। আমি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, রাশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাঙালি ভাই-বোনদের যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য প্রচারণা চালিয়েছিলেন। এবং পাকিস্তানে আমেরিকান সরকারের অস্ত্রের চালান বন্ধে আমেরিকান জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন।**

প্রিয় অতিথিবৃন্দ,

**আমরা গত ১০ বছরে দেশের অভূতর্পূব উন্নয়ন করেছি। ১০ বছরে আমরা অনেক এগিয়েছি। আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।**

**বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্বীকৃত। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ ৫টি দেশের একটি এখন বাংলাদেশ।**

**মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৭.৮৬-এ উন্নীত। ১০ বছরে শিক্ষার হার ৪৫ থেকে ৭৩ শতাংশে পৌঁছেছে। দারিদ্র্যের হার ২১.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩ বিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।**

**২০০৫-০৬ অর্থ বছরে যেখানে আমাদের বাজেট ছিল ৬১ হাজার কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে আমাদের বাজেট এখন প্রায় ৭.৬ গুণ বেড়ে হয়েছে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা। উন্নয়নের ৯০ ভাগ কাজই নিজস্ব অর্থায়নে করছি। মূল্যস্ফীতি ৫.৪ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে।**

**২০০৫-০৬ অর্থ বছরে রপ্তানি আয় ছিল মাত্র ১০.৫ বিলিয়ন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ৩৬.৬৭ বিলিয়ন ডলার। আমরা রপ্তানি আয় ২০২১ সাল নাগাদ ৬০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে কাজ করছি।**

**বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০ হাজার ৮৮৫ মেগাওয়াটে উন্নীত। ৯৩ ভাগ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সক্ষম হয়েছি। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।**

**আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। এখন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করছি। জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেছি। মানুষ ঘরে বসে স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে। ৩০ পদের ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।**

**আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। যার মধ্যে রয়েছে পদ্মা সেতু, মেট্রো রেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, গভীর সমুদ্র বন্দর।**

**আরও রয়েছে ঢাকা ম্যাস-র‌্যাপিড ট্রানজিট প্রকল্প, এলএনজি টার্মিনাল, মহেষখালি মাতারবাড়ি সমন্বিত অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম, পায়রা সমুদ্র বন্দর, পদ্মাসেতু রেল সংযোগ এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল লাইন স্থাপন। এ সকল প্রকল্পের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে এলএনজি টার্মিনাল হতে জাতীয় গ্রিডে এলএনজি সরবরাহ শুরু হয়েছে।**

**আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছি। ২০০৯ থেকে ২০১৯ এর জানুয়ারি পর্যন্ত বিশ্বের ১৬৮টি দেশে ৫৯ লাখ ৯২ হাজার ১৩২ জন কর্মী গেছেন। ১০ বছরে দেশে মোট ১০ লাখ ৪৭ হাজার ৫১৮ কোটি ৩১ লাখ টাকা রেমিটেন্স এসেছে। আমরা প্রতিটি উপজেলা থেকে প্রতিবছর গড়ে ১ হাজার কর্মী বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়েছি।**

**শুধু গত ৫ অর্থবছরে দেশে বিশ্বের ৪৫টি দেশ বিনিয়োগ করেছে ২৮ হাজার ৫৫৫ দশমিক ৫৩ মিলিয়ন ডলার।**

**সারাদেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছি। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগের জন্য আসছেন।**

সুধিবৃন্দ,

**একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ আবারও আমাদের ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছে। দেশের মানুষের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা জনগণের কল্যাণে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই। নির্বাচনে দেওয়া প্রতিটি ওয়াদা আমরা বাস্তবায়ন করব।**

**তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য আমরা বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।**

**আগামি পাঁচ বছরে আমরা দেড় কোটি কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।**

**সারাদেশে দুই ডজনের বেশি হাইটেক পার্ক এবং আইটি ভিলেজ নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।**

**সকলের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করব। প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নিচ্ছি। দেশের প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে যাবে। ইন্টারনেট/তথ্য প্রযুক্তি সর্বত্র পৌঁছে যাবে।**

**ইতোমধ্যেই মাদক, জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে অভিযান পরিচালনা করে সফলতা অর্জন করেছি। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।**

**দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে আমরা একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করতে চাই।**

**আমরা ‘বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ নামে শতবর্ষের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি।**

**দেশের কল্যাণে আপনাদের যেকোন পরিকল্পনা বা পরামর্শকে আমরা স্বাগত জানাই। আপনারা দেশে বিনিয়োগ করুন এবং বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কাজ করুন। আপনাদের সহযোগিতা আমাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে আরও বেগবান করবে।**

**আমি মনে করি এই সম্মেলনের মাধ্যমে আপনারা** Policy Level Challenge ও Institutional Level Challenge **সমূহ চিহ্নিত করে দ্রুত এর সমাধানে সুনির্দিষ্ট উপায় বের করতে পারবেন।** First Convention of NRB Engineers **২০১৯ এর গ্রহণযোগ্য সুপারিশসমূহ প্রবাসীবান্ধব নীতিমালা প্রণয়নে সহায়ক হবে।**

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

**বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। এগিয়ে যাবেই। আশা করি দেশের অগ্রযাত্রায় আপনাদের ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।**

**আমরা ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং ২০২১ সালে মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করব।**

**২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।**

**আমি এই আয়োজনের সফলতা কামনা করে ‘কনভেনশন অন এনআরবি ইঞ্জিনিয়ারস্’ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**